স্তরের অর্চ্চনের মত যে জন শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে অর্চ্চন করে, তাহারা যেমন সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি এবং উপশমাত্মক সুখ ও পরাগতি মুক্তি লাভ করিতে পারে না—সেইপ্রকার ভগবদ্ভজনে লৌকিকী—শ্রদ্ধাতেও শ্রীভগবান্কে অনন্যাভক্তিতে অর্থাৎ অন্য দেবতাকে উপাসনা না করিয়া একমাত্র ভগবান্কেই যদি উপাসনা করে, তাহা হইলেও সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিতে পারিবে। তাহাই "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ। এই শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ অবস্থা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকাশ করিয়াছেন—

কিং সত্যমনৃক্তেহ বিচারঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
বিচারেঽপি কৃতে রাজন্নসত্যপরিবর্জ্জনম্॥
সিদ্ধং ভবতি পূর্ণা স্যাত্তদা শ্রদ্ধা মহাফলা।

প্রথমতঃ ভক্তি-অঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা—এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়, যেমন শ্রীচরণামৃতের অকালমৃত্যুহরণ এবং সর্ব্বব্যাধিবিনাশন মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ এই মাহাত্ম্য—যাহা বর্ণিত হইয়াছেন, ইহা সত্য কি মিথ্যা ?—এই প্রকার মনে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। তৎপরে মনের নিকটে একটা যুক্তি আসে। যদি ব্যবহারিক মণি মন্ত্র ও ঔষধিরই একটা চিন্তাতীত, যুক্তির অতীত ক্ষমতা থাকিতে পারে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধী-বস্তু শ্রীচরণামৃতের এমত চিন্তাতীত অলোকসামান্য প্রভাব থাকা অসম্ভব কি ? এইরূপ ভাবে শ্রীচরণামৃতের প্রতি অবিশ্বাস অংশ বিদূরিত হইয়া বিশ্বাস অংশই নিশ্চিত হইলে তখনই শ্রদ্ধা মহাফলদায়িনী হইয়া থাকে এবং পূর্ণতা লাভ করে। তাহা হইলে এই প্রকার লক্ষণে শ্রদ্ধার উৎপত্তি পরিচিত হইলে সেই শ্রদ্ধা থাকিলেই "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্" ইত্যাদি এবং "মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে। তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মত্যাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব কর্ম্মত্যাগের অনধিকারী এবং অধিকারী বিষয় অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবান্ ও শ্রীনারদের বাক্যের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলেন—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিণাম্। জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥" যাহারা কর্ম্ম, ও কর্ম্মফলে আসক্ত, বিদ্বান ব্যক্তি তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না, অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগের প্রবৃত্তি উৎপাদন করিবে না। ববঞ্চ নিজে কর্ম্ম আচরণ করিয়া তাহাদিগের কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবে। এই শ্রীভগবদ্বাক্যে কর্ম্ম করিবার যে আদেশ করিয়াছেন, সেটি বিশুদ্ধা-ভক্তিতে শ্রদ্ধাহীনতাদোষে